অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত
এআরজি প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন

অদ্বিতীয়া

কাহিনী-চিত্রনাট্য ও পরিচালনা নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়
সুর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

স্বর্গীয়া অমিয়া রায় চৌধুরাণীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীমহারাজ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর আশীর্ব্বাদ ধন্য

অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত
এআরসি প্রোডাকসন্সের প্রথম চিত্রার্ঘ্য

দ্বিতীয়া

★ কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :: **নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়** ★

★ সংগীত পরিচালনা :: **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়** ★

গীতিকার—মুকুল দত্ত, বিমল দত্ত। চিত্রগ্রহণ—শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদনা—অমিয় মুখোপাধ্যায়। শব্দগ্রহণ—বাণী দত্ত, অতুল চট্টোপাধ্যায়। নৃত্য পরিচালনা—প্রভাত ঘোষ। রূপ-সজ্জা—শৈলেন গাঙ্গুলী। সংগীত গ্রহণ—রবীন চট্টোপাধ্যায় (ফিল্ম সেণ্টার, বম্বে)। প্রধান কর্মসচিব—প্রশান্ত পাট্টাদার। শিল্প নির্দেশনা—রবি চট্টোপাধ্যায়। শব্দ পুনর্যোজনা—শ্যামসুন্দর ঘোষ। আবহ সংগীত—সুর ও শ্রী (অর্কেষ্ট্রা)। স্থির চিত্র—ফটো আর্টস্। পটশিল্পী—কবি দাশগুপ্ত। পরিচয়লিপি—দিগিন স্টুডিও। সাজসজ্জা—স্টুডিও সাপ্লাই। ব্যবস্থাপনায়—জয়ন্ত প্রসাদ দাস, অশোককুমার রায়চৌধুরী, কালিদাস রায়। প্রচার সচিব—ধীরেন মল্লিক। পরিবেশনা উপদেষ্টা—মাণিক রায়।

নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী— **লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মান্না দে, হেমন্ত মুখার্জি।**

★ **সহকারী বৃন্দ** ★

পরিচালনা : শুভেন সরকার, নিখিল ভট্টাচার্য। চিত্রগ্রহণে : শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও গৌর কর্ম্মকার। **সম্পাদনায় :** শক্তিপদ রায়। **শব্দ পুনর্যোজনা :** জ্যোতি চ্যাটার্জি, ভোলা সরকার, গোপাল ঘোষ, এডেল। **রূপ-সজ্জা :** অনাথ মুখোপাধ্যায়। **শিল্প নির্দেশনা :** সোমনাথ চক্রবর্তী। **শব্দ :** ঋষি ব্যানার্জি, রবীন ঘোষ। **সঙ্গীতে :** সমরেশ রায়, নিখিল চট্টোপাধ্যায়। আলোক সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী, শম্ভু ব্যানার্জী, অভিমন্যু, সুধীর, সুদর্শন, অবনী, সন্তোষ, দিলীপ, নিতাই, শৈলেন, হরিপদ, গুণনিধি, জগু। **ব্যবস্থাপনা :** গোপাল দাস।

শ্রেষ্ঠাংশে : মাধবী মুখোপাধ্যায়, সর্বেন্দ্র, বিকাশ রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিলীপ রায়, পদ্মা দেবী, গীতা দে, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু * বীরেন চ্যাটার্জী * প্রীতি মজুমদার * শিবেন ব্যানার্জী * সমরকুমার * কমল ব্যানার্জী * কুমুদ ঘোষ * কুবের হাজরা * বিমল রায় * ফকির চাঁদ কুমার * প্রশান্ত পাট্টাদার * গবু মুখার্জী * লাডিয়া * বেণু সেনগুপ্ত * নিখিল ভট্টাচার্য

লিলি চক্রবর্তী ও ডেইজী ইরাণী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এস, বি. পাণ্ডিওয়ালা [সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, কলিকাতা], ডাঃ অনিল পাল [স্কুল রো], অমরনাথ রায়চৌধুরী [এডভোকেট, কলীঘাট], শ্যামল দত্ত [মোহন কানন], নির্ম্মলেন্দু দাশগুপ্ত [গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জী রোড], ডি চ্যাটার্জী [ম্যানেজার কোডাক], এলেক্স ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাঃ লিঃ [কলিকাতা], অধ্যাপক মহান চক্রবর্তী।

ক্যালকাটা মুভিটোন ও নিউথিয়েটার্স ২নং স্টুডিওতে আর সি এ শব্দ যন্ত্রে গৃহীত ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরীজ প্রাঃ লিঃ-এ আর বি মেহতা কর্তৃক পরিস্ফুটিত। রসায়নাগারে অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চ্যাটার্জী।

বিশ্ব পরিবেশনা : এন-এ ফিল্মস ॥ ৩, সাকলাত প্লেস, কলিকাতা-১৩।

কাহিনী শুরু

দার্জিলিং-এর এক মনোরম সন্ধ্যা। একটি গানের আসর। গান গাইছে সুদর্শন যুবক রাজীব। তার অপূর্ব কণ্ঠে উপস্থিত সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। লক্ষ্মীও। পরদিন লক্ষ্মী ছুটে যায় রাজীবকে অভিনন্দন জানাতে। ধীরে ধীরে রাজীব আর লক্ষ্মীর মধ্যে পরিচয় সূত্র গড়ে উঠে—যদিও কেউ কারুর পরিচয় সম্পূর্ণ রূপে পায়নি বা কেউই বোধকরি জানতেও চায় নি। একদিন রাজীব অসুস্থ হয়ে পড়ে। লক্ষ্মীর প্রাণঢালা সেবা আর যত্নে রাজীব সুস্থ হয়ে ওঠে। হঠাৎ সেই মুহূর্তে রাজীব পেল তার মার চিঠি। চিঠিতে মা জানান তার বিবাহের দিন স্থির। সে যেন পত্রপাঠ চলে আসে। চিঠি পড়া শেষ করে লক্ষ্মী বিদায় নিল রাজীবের কাছ থেকে।

রাজীব লক্ষ্মীকে অনেক খুঁজলো। কোথাও তাকে সে পেল না। রাজীব চলে এল কলকাতায়।

রাজীবকে সব সময় চিন্তিত দেখা যায়—বিয়েতে সে কিছুতে রাজী হচ্ছে না। এতে রাজীবের মা ও তার বন্ধু প্রকাশ বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

অবশেষে একদিন রাজীব বিয়েতে মত দিতে বাধ্য হল।

রত্না বিদুষী ও পরমাসুন্দরী। স্ত্রী হিসাবে অপছন্দের নয় মোটেই। বৌভাতের বাজার করতে গিয়ে হঠাৎ রাজীবের সঙ্গে দেখা হ'ল লক্ষ্মীর দাসীর

াজীব তার কাছ থেকে লক্ষ্মীর বাড়ীর ঠিকানা পেল। বাড়ীতে বৌভাতের উৎসবকে উপেক্ষা করে ছুটে গেল লক্ষ্মীর কাছে।

সেখানে সে লক্ষ্মীকে বাঈজী রূপে দেখে মর্মাহত হ'ল। যা সে কখনও কল্পনাও করেনি। রাজীবের আসার খবর পেয়ে লক্ষ্মী গান বন্ধ করে ছুটে এল—পুলকিত হল। কিন্তু যে মুহূর্তে সে জানলো—সেইদিনই তার বৌভাত, তিরস্কার করে বললে: ছিঃ এ কি করলে।"

রাজীব লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকে। এমন সময় ঘরে ঢুকল মত্ত অবস্থায় লক্ষ্মীর স্বামী শোভনলাল।

রাজীবের সংস্পর্শে এসে লক্ষ্মী গান বন্ধ করে দেয়।

এই সুযোগে সামনের বাড়ীতে শোভনলালের বন্ধু শিবেন লক্ষ্ণৌ থেকে নিয়ে এল চমকী বাঈকে। চুনকী বাঈএর নাচের ও গানের আসরে আজ খদ্দেরের ভীড়। লক্ষ্মী গান না গাওয়ায় শোভনলালের দিন দিন অর্থাভাব দেখা দেয়।

রাজীবের অবহেলায় রত্না একদিন চলে গেল তার বন্ধু বেলার কাছে। রত্না গিয়ে দেখে বেলা অসুস্থ। বেলার স্বামী ডাঃ সঞ্জীব রত্নার পূর্ব প্রণয়িনী। ডাঃ সঞ্জীব পূর্ব সূত্র ধরে রত্নার কাছে এগিয়ে আসে। রত্না বিতাড়িত হয়।

লক্ষ্মী গান ছেড়ে দেওয়ায় শোভনলালের অত্যাচার চরমে উঠে।

লক্ষ্মী রাজীবকে বলে, তাকে এই পাপপুরী থেকে উদ্ধার করতে।

রাজীব লক্ষ্মীকে নিয়ে গভীর রাত্রে পালাবার পথে ছোরা হাতে বাধা পেল শোভনলালের কাছে।

খুন হল শোভনলাল।

তারপর পর্দায় দেখুন।

(১)

শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

আহা প্রজাপতি সকালে আলোয় এলো কখন
ঝলমল রোদে ঝিলমিল করে পাখনা,
এতো প্রজাপতি আমার বাগানে এলো যখন
রাসের রসের বিলাসে ক্ষণেক থাক্ না।
আছে প্রসাধন কিশোর কেশরে রাঙা আবির
দোল দোল খেলা খেলবে, খেলবে ফুলেরা
ভাবছে
আহা এত দিনে মনে পড়ে গেল মধুলোভীর
ঝিল্‌মিল্ পাখা এক ঝাঁক তাই নামছে॥
সাড়া পড়ে গেছে ফুলের পাড়ায় কানাকানির
চঞ্চল পাখা কে কাকে, কে কাকে কোথায়
খুঁজবে।
হবে লুকোচুরি রবে না আড়াল জানাজানির
এক সকালেই মন দিয়ে মন বুঝবে॥

(২)

শিল্পী—লতা মুঙ্গেশকর ও হেমন্ত মুখার্জী

চঞ্চল মন আনমনা হয় যেই তার ছোঁয়া লাগে
ভোরের আকাশে আলো দেখে পাখী যেন
জাগে।

সারাদিন রিম্ ঝিম্ ঝিম্ কত বৃষ্টি
কত বৃষ্টি হয়েছে মন জুড়ে—
দিশাহারা কোন পাতা যেন ঝড়ের মুখেতে
গেল উড়ে
চোখের পাতায় এত স্বপ্নের ভীড় হয়নি তো
আগে।

গুন গুন গুন গানে,
ফুলে এসে বসা ভ্রমরের মতো তার মন
এসে বসে মোর মনে,
আমি সব কিছু ভুলে গেছি, গুন গুন গুন
গানে!

উচ্ছল মন তোলপাড় অনাসৃষ্টি
অনাসৃষ্টি চলেছে সেই থেকে
বুঝিনি তো ভুল হয়ে গেছে
ঝড়ের মেঘেতে মন রেখে
পিঞ্জর ভেঙ্গে উড়বার নেশা
এতো হয়নি তো আগে॥
চঞ্চল মন আনমোনা হয়……

(৩)

শিল্পী: লতা মুঙ্গেশকর ও হেমন্তকুমার

যাবার বেলা পিছু থেকে ডাক দিয়ে
কেন বলো কাঁদালে আমায়।
আমার এ মন বুঝি মন নয়।
হাসি তার গানে গানে এতেদিন
ফুল ফোটানোর খেলা চলেছিল
যে কাঁটা রয়েছে বিঁধে মরমের মাঝে
তার কথায় মন ভুলেছিল
ব্যথায় ব্যথায় তাকে মনে পড়ে যায়॥
স্মৃতির আকাশ থেকে কোন দিন
হয়তো আমায় তুমি মুছে দেবে
স্বপ্নের রং এ যতো ছবি আঁকা হলো
চোখের জলেতে ভেসে যাবে
যা কিছু গিয়েছে পাওয়া সে আমার নয়॥
যাবার বেলায়।

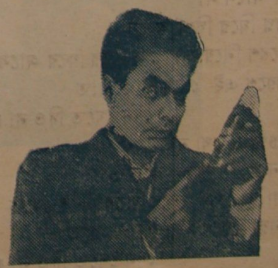

(৪) শিল্পী : লতা মুঙ্গেশকর

ঝুল ময়ূরী এ রাত বঁধু যেতে দিও না
ানায় কানায় এই ভরে যাওয়া রাত যেন
যেতে দিও না।
চোখের পাতায় এই ধরে রাখা রাত
বঁধু যেতে দিও না।
কন ঘুম আসে না
তো স্বপ্ন ঘিরে ঘিরে আসে
ধুর আবেশ নিয়ে বঁধুয়া গো ফিরে ফিরে আসে
রশে পরশে এই থেমে থাকা রাত
যেন যেতে দিও না।
চোখে চোখ রাখো না
নে মনে রাখো শীতল করিতে
রমী গো তুমি পথ ভুলে যাবে ফিরে যেতে
য়নে নয়ন রেখে মরে যাওয়া রাত
যেন যেতে দিও না॥

(৫) শিল্পী : মান্না দে

এই মাল নিয়ে চিরকাল যত গোলমাল
হিসেব নিকেশ করে কি হবে
গোঁজামিলই চলবে দাদা, দাও না সামাল॥
আত্ম পর ভেদ রাখিনি মা
সবই নিজের মনে করি
কামিনী কাঞ্চনে লোভ নেই মা
(তবে) অসময়ে সামলে মরি।
আমার মতো হাফ গেরস্ত
পরের বোঝা বয়ে মরে চিরকাল॥
ইহকালের ভাবনা যতো
শুঁড়ির হাতে ছেড়ে দিয়েছি মা
পরকালের ভাবনা আমার
ভাবছে ওপরওয়ালা
আমি বেশ আছি
জীবনের এই কলকেটাতে
সুখটান দিয়ে নি মা
তুমি সামলাও তাল॥
এই মাল নিয়ে চিরকাল যত গোলমাল—

(৬) শিল্পী : আশা ভোঁসলে

মনের মানুষ খুঁজতে এসে—লোকে বুঝি
এমনি ফিরে যায়
এই বাগিচায় খুঁজেনেরে মনটা যা তোর চায়।
যদি মনের কথা মুখে না আসে
তবে চোখের দিকে চেয়ে বঁধু-জেনে নিতে হয়
যদি আপন জনা কাছে না আসে
তার দুহাত ধরে বুকের কাছে টেনে নিতে হয়
মরণের মুখে অমন মনকে বুঝি ফেলে রেখে
যায়?
ভালোবাসা এমন পাখী কোনদিন বাসাই
বাঁধে না।
একবার ছিঁড়লে শিকল আর কোনদিন
ফিরেই আসে না।
যদি কোথায় ব্যথা কেউ না জানে
তবে দুখের কাঁটা মুখে করে তুলে নিতে হয়
ওরে সুখের খোঁজে কেউ না আসে
এখানে পিরীতির নেশায় যেতে ভুলে যেতে হয়
আমার এই আয়না চোখে দ্যাখনা যদি কিছু
পাওয়া যায়।

(৭)

শিল্পী : লতা মুঙ্গেশকর

বোঝো না কেন যে তুমি বোঝ না
চোখের জলেতে এই পথ চাওয়া
সাজেনা তোমায় সাজে না।
মনের আগুন নিয়ে খেলা তুমি ভুলে
গেছ বুঝি।
কেন ভুলে গেছ তুমি আগুন লাগাতে পার
খেলার ছলেতে মনে মনে
চোখের কাজল মুছে ফেলে
কেন যে আগুন জ্বালো না॥
গুমরি গুমরি মরে তনুতটে কত যে ব্যবহার
তারি ঢেউ তুলে তুলে বাঁধ ভেঙ্গে দিতে কেন
ভুল হবে বলগো তোমার
শতবার মারে কেউ যদি
বুকেতে যেন বাজেনা॥

শেষ

॥ এইচ এম ভি ৭৮ ও ই পি রেকর্ডে গান শুনুন ॥

পরবর্তী আকর্ষণ

অরুণ রায়চৌধুরী

প্রযোজিত

এআরসি প্রোডাক্সন্সের

দ্বিতীয় নিবেদন

প্রথা

কাহিনী. ডঃ নমিতা চক্রবর্তী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা. নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়

রূপায়ণে. বম্বে-বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পী

এন-এ ফিল্মস, ৩, সাকলাত প্লেস, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও চিত্রালী প্রেস : রূপ-মঞ্চ প্রকাশিকা : ৮১, বিধান সরণি, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।